বিনয় মজুমদার

ধরুন এমন এক গ্রহ আছে যে গ্রহে প্রাণীরা
নেই, কথা বলবার কেউ নেই তবু সেই গ্রহে
সবই আছে জল আছে পাথর রয়েছে
সব কিছু আছে সেই গ্রহে শুধু কথা বলবার
কেউ নেই, সেইখানে কোনো দিন মানুষেরা গেলে
মানুষ বলবে 'আরে, জল আছে এই গ্রহে'
পাথর রয়েছে।
সেই গ্রহে এই তখন প্রথমবার বাক্য উচ্চারিত হলো।
তার মানে 'আরে জল আছে এই গ্রহে'
এই বাক্য আগে থেকে সেই গ্রহে ছিল
যদিও সে বাক্য বলা হয় নি কখনো।
মানুষ যাবার পরে এই বাক্য উচ্চারিত হলো।
এইভাবে বাক্য আছে বিশ্বময়, যদিও তা
বলার মতন কেউ হয় তো বা নেই।
বাক্য আগে, মানুষেরা জন্মাবার আগেই বাক্যেরা
জন্মেছিল।

গান

তরুণ গোস্বামী

আমার অমৃত কুম্ভে লুকানো অমৃত। ফেরি করি দুয়ারে দুয়ারে...
আমি বাঁচি নিজস্ব অর্জনে। ভিক্ষা দিই। আমি ভিক্ষা গ্রহণে অক্ষম;
আমি তো পূর্ণ প্রাণ। পূর্ণতা দানে ও সক্ষম দিতে পারি পূর্ণতা তোমাকে!

যত আছো রুগ্নমুখ স্নান সারো সুস্থতার জলে! মেঘে মেঘে বাউলবলাকা
শুনে ঘুম ভেঙে গেল বেদান্তের গানে ভোর বেলা এই নগ্ন স্বদেশ ভূমিতে।

বৃষ্টির উপকথা

সঞ্জীব প্রামাণিক

আমি আলো জ্বেলে রাখি, মেঘ তুমি অন্যথা করো না।
কী আছে তোমার বলো? ছায়া, ঘনশ্যাম, জলভরা গান?
কে তাকে রচনা করে? জলাশয় থেকে যত
বাষ্প ওঠে, কে তাকে পাঠায় বলো? অন্যথা করো না।
শোনো, প্রতিটি বাষ্পই জল প্রতিটি বাষ্পই তাপ
আলো ও মেঘের লুকোচুরি অনুরাগের ভূমিকামাত্র

বলতে বলতে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টি নামে—
ছন্দে তার শ্বাসাঘাত বাজে। আর দেখি ভিজে চাঁদ
কদমফুলের মতো সারা গায়ে রেণু মাখা তার